[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ক্যাসিনো সম্রাট ও আরমানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট ও তাঁর সহযোগী এনামুল হক আরমানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে দুদকের দুই কর্মকর্তা আলাদা দুটি মামলা করেছেন।
দুদকের মুখপাত্র প্রণব কুমার ভট্টাচার্য সাংবাদিককে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
সম্রাটের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন দুদকের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম। তাঁর বিরুদ্ধে ২ কোটি ৯৪ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আরমানের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন দুদকের উপ পরিচালক সালাউদ্দিন। আরমানের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৫ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
রাজধানীর অপরাধজগতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে সম্রাট দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায় ছিলেন। রাজনৈতিক পরিচয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাধ জগতের অপ্রতিরোধ্য সম্রাট হয়েছিলেন তিনি।

রাজধানীর কাকরাইলে ভূঁইয়া ট্রেড সেন্টারে অফিস খুলে অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এক সময় ‘গডফাদারদের’ পক্ষে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি-তদবির করলেও পরে রাজনৈতিক পর্যায়ে ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা থেকে মনোনয়ন চেয়ে ব্যর্থ হন। সামনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরু হওয়ার পর আবার আলোচনায় আসে সম্রাটের নাম। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও রাজনৈতিক অঙ্গনের লোকেরা মনে করছিলেন, ঢাকায় ক্যাসিনো ব্যবসার প্রধান নিয়ন্ত্রকই হলেন সম্রাট। শুরুতে কয়েক দিন কাকরাইলে নিজের অফিসে থাকলেও পরে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ৬ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব।

গ্রেপ্তারের পর বন্য প্রাণীর চামড়া রাখার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ

আদালত সম্রাটকে ছয় মাসের কারাদÐ দেন। অস্ত্র ও মাদক রাখায় সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক আইনে মামলা করা হয়।

দুই মামলায় সম্রাটকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে র্যাব। মামলার তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, তাঁর কাছে ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা আছে। সূত্র বলছে, জিজ্ঞাসাবাদে সম্রাট জানিয়েছেন ক্যাসিনো, টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি থেকে তিনি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানের পর তিনি কাকরাইলে ভূঁইয়া ট্রেড সেন্টারে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সেখান থেকে নগদ টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছেন।
দুদকের অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত সম্রাটের মাত্র ২ কোটি ৯৪ লাখ টাকার নথিপত্র পাওয়া গেছে।
সম্রাটের ক্যাশিয়ার হিসেবে পরিচিত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সহসভাপতি আরমান। ক্যাসিনো, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির টাকার বড় অংশ আরমানের কাছে রাখতেন সম্রাট। ‘লাগেজ পার্টি’ থেকে যুবলীগ, ক্যাসিনো ও সিনেমা প্রযোজক হয়ে আরমান দাপিয়ে বেড়িয়েছেন সব জায়গা।

গত শতকের নব্বইয়ের দশকে বিদেশ থেকে ‘লাগেজ পার্টির’ আনা ইলেকট্রনিক পণ্য বায়তুল মোকাররম এলাকার দোকানে দোকানে বিক্রি করতেন। পরে নিজেই লাগেজ পার্টির কারবারে যুক্ত হন। ২০১৩ সালে যুবলীগের পদ পেয়ে অল্প সময়ে গড়ে তোলেন বিত্তবৈভব। জুয়া- ক্যাসিনোর টাকায় নামেন সিনেমা প্রযোজনায়ও।

সম্রাটের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের সুবাদেই ২০১৩ সালে যুবলীগের মহানগর দক্ষিণের সহসভাপতির পদ পান আরমান। সম্রাটের ছত্রচ্ছায়ায় ক্লাবপাড়ার ক্যাসিনো ও জুয়া-বাণিজ্যের অন্যতম নিয়ন্ত্রকে পরিণত হন আরমান। তিনিই সম্রাটকে ক্যাসিনো ব্যবসায় আগ্রহী করেন বলে প্রচার আছে। সম্রাটের হয়ে পুরো ক্যাসিনো ব্যবসা দেখভালের দায়িত্ব পালন করতেন আরমান।

৬ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে সম্রাটের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন আরমানও। গ্রেপ্তারের সময় মদ্যপ ছিলেন আরমান। তাঁর কাছে মাদকও পাওয়া যায়। সে কারণে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁকে ছয় মাসের কারাদÐ দেন।

- নিজেস্ব প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

-[redacted]

সাইকেল ভ্রমণে তিন বার্তা পৌঁছালেন তিন তরুণ-তরুণী

তিনটি সচেতনতা বার্তা নিয়ে তিন তরুণ-তরুণী আখাউড়া স্থলবন্দর থেকে সাইকেল ভ্রমণ করে পৌঁছেছেন মেহেরপুরের মুজিবনগরে। মুজিবনগরে পৌঁছানোর মধ্যে দিয়ে তারা এ কর্মসূচী শেষ করেন। সাইকেল ভ্রমণের মাঝে মাঝে তারা ছোট ছোট পথ সভায় মানুষজনের মাঝে এ বার্তা গুলো পৌঁছে দিয়েছেন তিন জন।

সাইকেল আরোহণকারী তিন তরুণ তরুনীদের মধ্যে সতিশ চাকমা, নাসরিন আকতার ও শিউলি শবনম। তাঁরা সকলের চট্টগ্রামের বাসিন্দা। এদের মধ্যে শিউলি শবনম সাংবাদিক। তিনি একুশে টিভিতে কাজ করেন। সতিশ চাকমা চট্রগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এবং নাসরিন আকতার চট্টগ্রাম হাজী মহুাম্মদ মহসীন কলেজের এমবিএ শিক্ষার্থী।
তিন জন তিনটি সচেতনতা বার্তা নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন।

তাদের সেই বার্তাগুলো সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে তারা সাইকেল ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এর মধ্যে সতিশ চাকমা কাজ করছেন পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য। তিনি জানান, সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশকে সুস্থ রাখার কোন বিকল্প নাই। ময়লা আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে এবং আগামি প্রজন্মকে সেই অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখতে হবে।

নাসরিন আকতার প্রাণীদের সংরক্ষণ বিষয়ে কাজ করছেন। তিনি জানান, মা কুকুর বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়। সেটি না করে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে তাদের না মেরে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাদের প্রজননের সময় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাণী সংরক্ষণ আইন ২০১৯ এর যথাযথ বাস্থবায়নেও এগিয়ে আসতে হবে।

শিউলি শবনম নারীদের এগিয়ে নিতে কাজ করছেন। তিনি জানান, যে সকল সংস্কার নারীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে তাদের সমাজে পিছিয়ে রাখা হয়। সে সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা করে তোলা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ৮ নভেম্বর আখাউড়া স্থলবন্দর থেকে সাইকেল ভ্রমণ শুরু করেন তারা। সেখান থেকে নরসিংদি, টাঙ্গাইল, পাবনার ঈশ্বরদি হয়ে ১১ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় তারা মেহেরপুর শহরে পৌঁছান। পরে তাঁরা মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের

কর্মসূচীর বিষয়ে উপস্থাপন করেন। মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে মেহেরপুর ত্যাগ করে এবং মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তাদের এ ভ্রমণ শেষ হয়।

- ওবাইদুল, মেহেরপুর

গাংনীতে যুবলীগের অপর অংশে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

গাংনী প্রতিনিধি:
বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনী পৌর মেয়র ও উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলাম কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেন।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় নিজ ভাসভবনের সামনে তিনি নেতা কর্মীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটেন।
এ সময় উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হাসান রাজা সেন্টু, কলেজ ছাত্রলীগের নেতা হাসিবুল ইসলামসহ অন্যান নেতা কার্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর নাঈম স্বাধীন বিজয় ফুলে বিভাগের ২য়

স্বাধীন বিজয় ফুল প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় ২য় সেরা হয়েছে মেহেরপুরের গাংনীর ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর ছাত্র নাঈম মোহাম্মদ ইজাজুর রহমান।

গত শুক্রবার খুলনা বিভাগের ১০ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্বাধীন বিজয় ফুল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

ধানখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোকুনুজ্জামান জানান, নাঈম মোহাম্মদ ইজাজুর রহমান ৮শ শ্রেনীর মেধাবির ছাত্র। সে বড় হয়ে প্রকৌশলী হতে চাই। নাঈম মোহাম্মদ ইজাজুর রহমানের সহপাঠিরা জানায়, খুলনা বিভগের মধ্যে ২য় স্থান লাভ করায় আমরা গর্বিত।

প্রধান শিক্ষক রোকুনুজ্জামান আরও বলেন, স্কুলের পাশাপাশি নাঈম মোহাম্মদ ইজাজুর রহমান বিভাগের মধ্যে মেহেরপুর জেলার সুনাম অর্জন করেছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রি কলেজ ফুটবলে দ্বাদশ শ্রেণী চ্যাম্পিয়ন

“সুস্থ দেহ সুস্থ মন” এই প্রতিপাদ্য কে ধারণ করে অনুষ্ঠিত হলো ফুটবল টুর্নামেন্ট।
মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রি কলেজ এর আন্ত শ্রেণী ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯ এর চুড়ান্ত খেলা গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ১০:৩০ ঘটিকার সময় দারিয়াপুর হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় একদিকে দ্বাদশশ্রেণী অপর দিকে একাদ্বশ শ্রেণী অংশ নেয়। নির্ধারিত সময়ে থেলা ড্র থাকায় টাইব্রেকারের মাধ্যমে ২-০ গোলে দ্বদশশ্রেণী বিজয়ী হয়।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন অত্র কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আশরাফুল হক।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

‘ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ পড়ছিল, বুলবুলের ভয়ে ফিরতে হল’

বঙ্গোপসাগরে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ছিল, ঠিক তখনই ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ভয়ে ফিরে আসতে হয়েছে বলে হতাশার কথা জানিয়েছেন বাগেরহাটের জেলেরা।

জেলার কচুয়া উপজেলার ভাসা গ্রামের ইমারত আলী বলেন, “পুরো ২২ দিনের অবরোধ (নিষেধাজ্ঞা) শেষে পূর্ণিমার গোন শুরু হচ্ছিল। সাগরে ঝাঁকে ঝাঁক ইলিশ মিলছিল। কিন্তু সাগর উত্তাল হওয়ায় টিকতে না পেরে দ্রæত ফিরে আসতে হল।
একই অনুভূতির কথা জানিয়েছেন আরও অনেক জেলে।

জেলার পাথরঘাটা উপজেলার মো. মোহাসিন মিয়া বলেন, তিনি চার দিন আগে সাগরে গিয়েছিলেন। আরও দিন দুই-তিনেক থাকার ইচ্ছা ছিল তাদের। কিন্তু সাগরে বড় বড় ঢেউ আর বাতাসে টিকে থাকা সম্ভব হল না। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি। যারা যেদিক পারছে উঠে আসছে।

ইলিশ শিকারের মৌসুম হওয়ায় সকালে ১০ নম্বর বিপদ সংকেত উপেক্ষা করেও কিছু জেলেকে শনিবার সকালে বলেশ্বর নদে মাছ ধরতে দেখা গেছে। তবে বেলা ৩টার মধ্যে ফিরে গেছেন অধিকাংশ।

এদিকে ঝড়ের কারণে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঘোষণায় সিডর বিধ্বস্ত বাগেরহাটের উপকূলীয় উপজেলা শরণখোলার মানুষের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।
উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নে বগী এলাকায় বেড়িবাঁধের প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন আট সহস্রাধিক মানুষ। তবে ঝুঁকি থাকলেও আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অনীহা একটি বড় অংশের মানুষের।

স্থানীয়দেন ভাষ্য, ঘর ফেলে সবাই যাবেন না। রাতে বাতাস ও পানির চাপ বাড়লে তখন প্রয়োজন হলে আশ্রয়কেন্দ্রে যাবেন তারা। তবে সন্ধ্যা থেকে ঝঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষদের সরিয়ে নিতে চাপ প্রয়োগ করছে প্রশাসন।

□□□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□Ð □□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□œ□□□□□□□i□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□œ□□□□ □□□□□ ‘□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□’□ (□□□□) □□□□□œ□□□□□□i□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□’□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□□□ □□□ □□□□□œ□□□□□□i□□□ □□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□’□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□

□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□, □□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□œ□□□□□□□i□□□□ □□□□ □□□

□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ ‘□□□□□□□□□ □□□□□□□’ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□’□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□œ□□□□□□□i□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ ‘□□□□□□□ □ □□□□□□□□□’ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□œ□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□’□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□
□□□□□’□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□ ‘□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□’ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□œ□□□□□□□i□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□, ‘□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□’
□□□□□’□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □¤□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□œ□□□□i □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□, ‘□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□’ □□□ □□□, ‘□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□’

□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□

জানান ভার্মা। প্রথমবার ১৮৬১ সালে খনন করেন এএসআই’র প্রথম মহাপরিচালক আলেক্সান্ডার কানিংহাম। খোড়াখুড়িতে তিনিও ধ্বংষাবশেষ পেয়েছিলেন। তবে সেগুলো কিছুটা বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্য ও বিহার ধরনের। কিন্তু এ বিষয়ে তার রিপোর্টে কিছু উল্লেখ নেই।

১৯৬৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো খনন করে বারানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতœতত্ত¡ বিভাগ। তারা তাদের রিপোর্টে জানায়, ওই এলাকায় প্রাগৈতিহাসকি ও মধ্যযুগেও মানববসতি ছিল। তবে মন্দির বিষয়ক কোনো কথা বলেননি তারা।

নিজেস্ব প্রতিনিধি

প্রেমের টানে ঘর ছাড়া স্বামী – পরিবার নিয়ে অসহায় স্ত্রী

প্রেমের টানে পর স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে আবুল কাসেম নামের ৪৫বছরের এক ব্যাক্তি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এমন কাজ করায় এলাকার মানুষের মাঝে মুখোরোচক গল্পের জন্ম দিয়েছে। মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এদিকে স্বামী হারিয়ে পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে অসহায় স্ত্রী।

এ প্রসঙ্গে অসহায় স্ত্রী বলেন, আমাদের দীর্ঘ সংসার জীবনে দুইটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। ইতিমধ্যে আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে এবং ছোট মেয়ে পড়াশুনা করছে।

আমার স্বামী আবুল কাসেম ২০০৮সালে জীবিকার তাগিদে মালায়েশিয়া পাড়ি জমায়। সেখানে থাকা অবস্থায় আনন্দবাস গ্রামের জামাল রাজ মিস্ত্রির স্ত্রী ফাতেমা অরফে ফতে’র সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এনিয়ে বেশ কয়েকবার আমাদের মধ্যে ঝামেলাও হয়। পরকীয়ার কারনে কোর্টে মামলা করলে আবুল কাসেম ২দিনের জেলও খাটে। পরে মুচলেকা

দিয়ে জেল থেকে বের হয়ে আসে। জেল থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় সে আবার সম্পর্ক চালাতে থাকে।

এই সম্পর্কের ইন্ধন দেয় আমার বড় ভাসুর জান মোহাম্মদ ও তার স্ত্রী পারভিন খাতুন। কারণ আমার ছেলে না থাকায় আমাদের সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার পায়তারা করছে তারা দুজন।

এর মধ্যে গত ৩০ অক্টোবর আবুল কাসেম ও ফতে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। অনেক খোঁজা খুজি করেও কোন লাভ হয়নি। আমরা এ বিষয়ে খোঁজা খুজি করলে জান মোহাম্মদ ও তার স্ত্রী পারভিন খাতুন আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেয়।

এমন অবস্থায় সংসার নিয়ে মানবের জীবন যাপন করছি। যদি এর যদি সে ফিরে না আসে তবে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করবো।

নিজস্ব প্রতিনিধি